মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা

**MANBHUM-PURULIAR SWATANTRA SWAR:
NIRBACHITO KOBIDER KOBITA**

Synopsis of the proposed research work for Ph.D degree
Submitted to the Department of Bengali
Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad

গবেষক (Researcher)

সুকুমার কৈবর্ত্ত

Sukumar Kaibarta

তত্ত্বাবধায়ক (Supervisor)

ড. রত্না কুমার

Dr. Ratna Kumar
H.O.D DEPARTMENT OF BENGALI
R.S. MORE COLLEGE, GOBINDPUR, DHANBAD

কথামুখ

Preface

ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রান্তে মানভূম তথা বর্তমান পুরুলিয়া জেলার অবস্থান। প্রাচীনকাল থেকেই পুরুলিয়া ছিল অরণ্য অধ্যুষিত। তবে অরণ্যবাসী মানুষজন সর্বদাই নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শত প্রতিকুলতার মধ্যেও পুরুলিয়ার মানুষজন খুঁজে নেয় জীবনে বাঁচার আনন্দ। পুরুলিয়া এমন এক জায়গা যেখানে চলতে গেলেই নাচ ও বলতে গেলেই গীতের সৃষ্টি হয়। নাচ ও গানের দেশ পুরুলিয়া। এই রুখা পাথুরে মাটির পুরুলিয়ার মানুষ খরা-জ্বরা ও দুর্ভিক্ষকে পরোয়া না করে তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও যোগ্য উত্তরাধিকারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। আর এই দায়িত্বের গুরুভার বহন করে চলেছেন পুরুলিয়ার কবি- সাহিত্যিক ও লোক কবি-শিল্পীগণ।

আমার জন্মভূমি এই অহল্যা পুরুলিয়া। তাই পুরুলিয়াবাসীদের প্রতি আমার প্রেম আজন্মের। পুরুলিয়ার বিষয় নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ আমার বহুদিনের। তাই যখন "বিনোদ বিহারী মাহতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়"-এ গবেষণার সুযোগ পেলাম তখন ভাবলাম আমার এই সুন্দরী পুরুলিয়াকে নিয়ে যদি গবেষণা করতে পাই তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। সেই ভাবনা থেকেই **"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা"** শিরোনামাঙ্কিত বিষয়টির আগমন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে ওই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব। সর্বোপরি আমি এই কাজটি ডা. রত্না কুমারের তত্ত্বাবধানে করতে চাই। আমার এই অনুরোধও যদি মঞ্জুর করা হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

তারিখঃ

গবেষকের সাক্ষর

সুকুমার কৈবর্ত্ত

সূচিপত্র

বিষয় সূচি

ভূমিকা (Introduction)

১) প্রাথামিক সাহিত্য পর্যালোচনা (Primary review of litareture)

২) সমস্যার অনুসন্ধান (Problem to be investigated)

৩) গবেষণার লক্ষ্য (Object of the research)

৪) পূর্বানুমান (Hypothesis)

৫) গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research design and methodology)

৬) তথ্য সন্ধান ও ব্যাখায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ (Tool to be used in the data and analysis)

৭) সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the proposed work)

৮) গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Research limitation and future work)

৯) সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative chapterization)

১০) গ্রন্থ পঞ্জিকা (Bibliography)

ভূমিকা : (Introduction)

"মানভূমে যত কবি লিখিয়াছেন মনে ভাবি
সে লিখিতে অমৃত বাহার
সুবর্ণে লিখিত গান তাঁরা মহা ধন্য ধন্য
হৃদয়েতে করেছেন সঞ্চার।
কেবা রসে কেবা রঙে কেউ আনন্দে হেসে হেসে
কেউ বিরহে রোদনে সমান ....।।"

কৃত্তিবাস কর্মকার

(লোকগান বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, অড় পত্রিকা, ১৯৯৯, আকর সংকলন বিভাগ)

"বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের মহা বিটপীর ছত্রছায়ায় কোনও প্রকার পাদপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যের বালাই না রেখে বনফুলের মত মানভূমের যে সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে – তার স্রষ্টা ও সাধক হলেন মানভূম ও বৃহত্তর মানভূমের লোক কবি ও লোকশিল্পীগণ"। - অশোক চৌধুরী, মানভূম সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন (প্রথম অধিবেশন, ১৩৭৯)

(পুরুলিয়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা কে.এল. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৮২)

উপরি উক্ত কথাগুলি থেকে বোঝা যায়, পুরুলিয়ার সাহিত্য জগতে পুরুলিয়ার কবিদের অবদান কতখানি। বর্তমানে পুরুলিয়ার সাহিত্য জগৎ বৃহৎ বট বৃক্ষের আকার ধারণ করলেও এর মূলে রয়েছে পুরুলিয়ার কাব্য-কবিতা ও লোক কবি-শিল্পীগণ। তারপর সময়ের সাথে সাথে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির প্রবেশ ও প্রকাশ ঘটেছে এই জেলায়। পুরুলিয়ার ভূমিপুত্ররা সেই সাহিত্য প্রবাহকে বর্তমান সময়ে সমান ভাবে প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছেন। অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরুলিয়ার কাব্য-জগৎ যেভাবে নিজেকে বিকশিত করেছে তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। আর এই সাহিত্যিক শ্রীবৃদ্ধির পেছনে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন - ঝুমুর কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, কৃত্তিবাস কর্মকার, কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, নির্মল হালদার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ প্রামানিক, প্রদীপ সিংহ, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ মানুষজন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দু'একজন ছাড়া এই ব্রাত্য মানভূম জননীর কৃতী সন্তানদের অবদান বাংলা

সাহিত্যে অনুল্লিখিত হয়ে আছে। এই কারণবশতই বিষয়টির বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। তাই আমদের গবেষণাকর্মে আমরা বিশেষ করে পুরুলিয়ার কবি ও কবিতার উপর আলোকপাত করতে চাই।

প্রাথামিক সাহিত্য পর্যালোচনা : (Primary review of litareture)

পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে পূর্বে একাধিক গবেষণা হয়েছে এবং আগামী দিনেও হবে। কারণ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু পুরুলিয়া। পূর্বের গবেষণাগুলিতে লোকসংস্কৃতি, ঝুমুর, কথাসাহিত্য ও আঞ্চলিক কবিতার বিষয় রয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়ার সামগ্রিক কাব্যজগৎ ও বাংলা কবিতা নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। তাছাড়া আঞ্চলিক কবিতার গবেষণায় এক বৃহৎ অংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে, যা জনসমক্ষে আসার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এখান থেকেই **"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা"** বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মগুলিতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

১) গবেষক দয়াময় মণ্ডল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পুরুলিয়া জেলার সাময়িক পত্র-সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৮৯৯ -২০০২)' নামে একটি গবেষণা করেছেন। কিন্তু এই গবেষণাকর্মে সাময়িক পত্রের কথা থাকলেও কবি ও কবিতার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন নি। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার কথা উল্লেখ করেই তিনি থেমেছেন।

২) গবেষক দয়াময় রায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ভাষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' নামে একটি গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাকর্মে মানভূমের ভাষা আন্দোলন, মানভূমের বিদ্রোহ, মানভূমের ভাষা ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। মানভুমের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৩) গবেষক সুভাষ রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পুরুলিয়ার ঝুমুর: উৎস বিকাশ ও পরিণতি' নামে একটি গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাকর্মে মানভূমের ঝুমুর ও ঝুমুর কবি তথা গায়ক-গায়িকাদের কথা তুলে ধরেছেন।

৪) গবেষক পরিতোষ মাহাত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আঞ্চলিক কবিতা: বিষয় পরিধি ও কাব্যমূল্য (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনিপুরের প্রেক্ষিতে) নামে একটি গবেষণা করেছেন। যেখানে পুরুলিয়ার দু' একজন আঞ্চলিক কবির কথা তুলে ধরেছেন। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবি ও কবিতার বৃহত্তর অংশ বাদ পড়ে গেছে।

৫) গবেষিকা পৌলমী রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'স্বাধীনতা উত্তর আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় লেখা কবিতা: নির্বাচিত জেলাভিত্তিক সমীক্ষা ও পর্যালোচনা' নামে একটি গবেষণা করেন। এই গবেষণা কর্মেও অতি সংক্ষেপে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবি ও কবিতার কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার পরিসর আছে।

এই সমস্ত প্রাথমিক সাহিত্যিক পর্যালোচনার ও গভীর অধ্যয়নের পর মনে হয়েছে আলোচ্য **"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা"** বিষয়টি সম্ভাবনা রয়েছে একটি বিস্তর আলোচনার। যার ফলে পাঠকমহল পুরুলিয়ার সাহিত্যের একটি ভিন্ন রূপ দেখতে পাবে আশা করা যায়।

সমস্যার অনুসন্ধান : (Problem to be investigated)

আমরা এই গবেষণা সন্দর্ভে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। সেগুলি হল নিম্নরূপ -

১) পুরুলিয়ার ইতিহাস ও পুরুলিয়ার সাহিত্যচর্চার স্বরূপ

২) পুরুলিয়ার কবি পরিচিতি

৩) বাংলা কবিতায় পুরুলিয়ার কবি ও কবিতার গুরুত্ব

৪) পুরুলিয়ার পত্র-পত্রিকার পরিচয় ও কবিদের অবদান

৫) পুরুলিয়ার কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন দর্শন

৬) কবিদের ভাষা, শব্দচয়ন ও রচনাশৈলীর কথা

৭) আঞ্চলিক ভাষার কাব্যচর্চায় কবিদের সাবলীলতা ও দক্ষতা

গবেষণার লক্ষ্য : (Object of the research)

"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা" গবেষণা সন্দর্ভটিতে আমরা মূল কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখব বিষয়গুলি যথাক্রমে ----

১) বাংলা সাহিত্যের জগতে পুরুলিয়ার কাব্য কবিতার গুরুত্ব কতখানি।

২) পুরুলিয়ার কবিদের জীবন ও কাব্য পরিচিতি পাঠকমলের কাছে উপস্থাপন করা।

৩) পুরুলিয়ার কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখনীর বিবিধ আঙ্গিকে আলোকপাতের চেষ্টা করব।

৪) আঞ্চলিক ভাষার কাব্যচর্চায় পুরুলিয়ার কবিদের অবদান সম্পর্কে পাঠক মহলকে অবগত করা।

৫) পুরুলিয়ার সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস ও গুরুত্ব আলোচনা করা।

৬) ঝুমুর, লোক কবিতা ও পুরুলিয়ার লোক কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা।

পূর্বানুমান : (Hypothesis)

আমার গবেষণা সন্দর্ভ **"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা"** বিষয়টিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কাব্য-কবিতার একটা রূপ পাঠক দেখতে পাবে। এই গবেষণা কর্মে কবিদের জীবন, পুরুলিয়ার সমাজ-সংস্কৃতি ও তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রকাশ-প্রসারে কবিদের অবদান সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের কবিতার একটি রূপরেখা খুঁজে পাবে এই গবেষণা কর্মে। পাঠক পাবে পুরুলিয়ার কবিদের জীবন দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাব্যজগতের কথা আর পুরুলিয়ার লেখক তথা কবিবর্গ পাবে তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা।

গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি : (Research design and methodology)

"মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করব। এই সমস্ত বিষয়গুলি তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে আলোচিত হবে। যে সমস্ত অধ্যায় বিভাজন করে আমরা এই গবেষণা সন্দর্ভটিকে আলোচনা করব সেগুলি হল—

প্রথম অধ্যায় মানভূম-পুরুলিয়ার অতীত ইতিহাস ও সৃষ্টি কথা

(MANBHUM-PURULIAR OTIT ITIHAS O SRISTI KOTHA)

দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাধীনতা-পূর্ব মানভূম-পুরুলিয়ার কাব্যজগতের স্বরূপ

(SWADHINOTA-PURBO MANBHUM-PURULIAR KABYJOGOTER SWARUP)

তৃতীয় অধ্যায় স্বাধীনতা-উত্তর মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতার ভুবন

(SWADHINOTA-UTTOR MANBHUM-PURULIAR KOBITAR BHUBON)

চতুর্থ অধ্যায় মানভূম-পুরুলিয়ার পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা

(MANBHUM-PURULIAR POTRO-POTRIKAI SAHITYACHORCHA)

পঞ্চম অধ্যায় মানভূম-পুরুলিয়ার ছড়া ও লিমেরিক চর্চা

(MANBHUM-PURULAR CHORA O LIMERICK CHORCH)

ষষ্ঠ অধ্যায় শব্দ, শৈলী ও ভাষার বাঁধনে মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতা

(SOBDO, SOILEE O VASAR BANDHONE MANBHUM-PURULIAR KOBITA)

তথ্য সন্ধান ও ব্যাখায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ : (Tool to be used in the data and analysis)

সমগ্র গবেষণা কর্মটি তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম কবিদের কাছ থেকে তথ্য ও বই সংগ্রহ করব। তারপর পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, হরিপদ সাহিত্য মন্দির, বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। সমগ্র পরিকল্পনায় কবিদের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা পূর্বেই প্রশ্নসূচি তৈরি করে রাখব। তাছাড়া ইন্টারনেটের সহায়তা গ্রহণ করব প্রয়োজন অনুসারে। সমগ্র তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর তার মুদ্রিত হবে অভ্র সফটওয়্যারে কালপুরুষ ফন্টের এর মাধ্যমে।

সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব : (Significance of the proposed work)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে "**মানভূম-পুরুলিয়ার স্বতন্ত্র স্বর : নির্বাচিত কবিদের কবিতা**" বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বিংশ শতাব্দীতে ও বর্তমান সময়ে পুরুলিয়ার কাব্য জগতে যে কাব্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার একটি সাম্যক ধারণা পাবে পাঠক মহল। এর প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরুলিয়ায় কী ধরনের কাব্য-কবিতার চর্চা হয়েছে অথবা এর পরিণতি কোন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে তা জানতে পারা যাবে। বিষয়টির পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরুলিয়া ও তার কাব্যচর্চার ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের একটি ধারণা তৈরি হবে। যা বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : (Research limitation future work)

পুরুলিয়ার কাব্যচর্চা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে বা তারও আগে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পুরুলিয়ায় কাব্য-কবিতা ও সাহিত্যচর্চা সমান ভাবে হয়ে আসছে। বর্তমানে এই চর্চার পরিধি ও পরিসর একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছ। তবে এই গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে মানভূম ও পুরুলিয়ার কাব্যসাহিত্যের জগৎ। বিষয়টি মানভূম-পুরুলিয়ার কাব্যজগৎ ও তার সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর বাইরেও অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুলিয়া তথা পুরুলিয়ার কাব্য সাহিত্যের জগতকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যেমন--

১) পুরুলিয়ার কবিদের সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

২) পুরুলিয়ার কবিদের নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক গবেষণা।

৩) পুরুলিয়ার ১৯৫৬-এর পরবর্তী সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা ও লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে গবেষণা

৪) পুরুলিয়ার কাব্যচর্চায় আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব।

৫) পুরুলিয়ার জনজীবনে ঝুমুর ও লোক কবিতা।

৬) পুরুলিয়ার কাব্যজগতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি

এছাড়াও কাব্য-কবিতা বাদেও পুরুলিয়ার সাহিত্যের অন্যান্য দিকগুলি নিয়েও গবেষণার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapterization)

ভূমিকা

(BHUMIKA)

প্রথম অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার অতীত ইতিহাস ও সৃষ্টি কথা

(MANBHUM-PURULIAR OTIT ITIHAS O SRISTI KOTHA)

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-পূর্ব মানভূম-পুরুলিয়ার কাব্যজগতের স্বরূপ

(SWADHINOTA-PURBO MANBHUM-PURULIAR KABYJOGOTER SWARUP)

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতার ভুবন

(SWADHINOTA-UTTOR MANBHUM-PURULIAR KOBITAR BHUBON)

চতুর্থ অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা

(MANBHUM-PURULIAR POTRO-POTRIKAI SAHITYACHORCHA)

পঞ্চম অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার ছড়া ও লিমেরিক চর্চা

(MANBHUM-PURULIAR CHORA O LIMERICK CHORCH)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দ, শৈলী ও ভাষার বাঁধনে মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতা

(SOBDO, SOILEE O VASAR BANDHONE MANBHUM-PURULIAR KOBITA)

উপসংহার

(UPOSONGHAR)

সাক্ষাৎকার (INTERVIEW)

গ্রন্থ পঞ্জিকা (BIBLIOGRAPHY)

ক) আকর গ্রন্থ (AKOR GRONTHO)

খ) সহায়ক গ্রন্থ (SOHAYAK GRONTHO)

পত্র-পত্রিকা (POTRO-POTRIKA)

প্রথম অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার অতীত ইতিহাস ও সৃষ্টি কথা

(MANBHUM-PURULIAR OTIT ITIHAS O SRISTI KOTHA)

‘পুরুলিয়া’

“পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! ....
.... ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরী”।[১]

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বর্তমান পুরুলিয়া বা মানভূমের ইতিহাসের কথা জানতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে সুদূর অতীতের পথে। আর সেই পথের গন্তব্যস্থল কোথায় তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে আলোচনার প্রেক্ষিতে পুরুলিয়ার ইতিহাসকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি-

(১) প্রাচীন পৌরাণিক যুগে মানভূম-পুরুলিয়া।

(২) মধ্যযুগের ইতিহাসে মানভূম-পুরুলিয়া।

(৩) আধুনিক যুগে মানভূম-পুরুলিয়া।

প্রাচীন পৌরাণিক যুগে মানভূম-পুরুলিয়া

ইতিহাসের ঊষালগ্নে মানভূম বা পুরুলিয়ার অস্তিত্ব ছিল না ঠিক তবে এই অঞ্চল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মধ্যে ভাগাভাগি করে ছিল তার প্রমাণ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনও পাঁচ ভাগে কখনও সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশের মতে পাঁচ ভাবে – প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, উদিচ্য, মধ্য ও দাক্ষিণাত্য। অঙ্গ ও বঙ্গ প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার কথা আমরা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে আমরা পেয়ে থাকি। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল জৈন ধর্মগ্রন্থ ‘আচারঙ্গসূত্র’। এই গ্রন্থকে মানভূমের ইতিহাসের প্রথম উপাদান রূপে মান্য করা হয়। তারপর ‘ভবিষ্যপুরাণ’ ও কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়ের তালিকাতেও এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিংহলি বৌদ্ধগ্রন্থ ‘মহাবংশ’ থেকে জানা যায়, তাঁরাই বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ বহু পৌরাণিক গ্রন্থে আমরা মানভূম-পুরুলিয়া সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকি।

মধ্যযুগের ইতিহাসে মানভূম-পুরুলিয়া

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ বাংলায় এসেছিলেন। এর বিবরণী থেকে জানা যায় সীমান্ত বাংলায় দামোদরের তীরে গড়ে উঠে ছিল এক শক্তিশালী পাহাড়ি রাজ্য, যার নাম শিখরভূম। তার ঐতিহাসিক প্রমাণ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম'-

"শিখর ইতি সমরপরিসর বিসরদরিরাজরাজিখণ্ড গর্বব গহন-দহন দাবানলঃ স্তৈলকম্পীয় কল্পতরু রুদ্রশিখরঃ"।[২]

এবং 'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব এই সুক্ষ ভূমির শ্বেত নগরে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এছাড়াও জৈন গ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্র' মতে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুক্ষ ভূমি পরিদর্শন করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় শশাঙ্কের রাজধানী এই বৃহত্তর মানভূম তথা জঙ্গলমহল অঞ্চলে ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু পুরী থেকে মথুরা গমনের সময় তথাকথিত ঝাড়খণ্ডের পথে পাতকুম, বাঘমুণ্ডির পথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ও কৃষ্ণনাম প্রচার করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত- এ আছেঃ

"মথুরা যাইবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড"।।[৩]

আধুনিক যুগে মানভূম-পুরুলিয়া

২৩ শে জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের পর এদেশে ক্রমশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন স্থাপিত হতে থাকে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ১৭৭২ সালে 'পাঁচেট' নামের এক পৃথক জেলা সৃষ্টি করেন ব্রিটিশ সরকার। এর কিছুদিন পর ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে XVIII নম্বর ধারা অনুযায়ী গঠন করা হলো জঙ্গলমহল জেলা। পুরুলিয়া, ধানবাদ সহ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান জেলার এক বৃহত্তর অংশ বীরভূমের কিয়দাংশ এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলা এই হল জঙ্গলমহলের পরিধি। পরবর্তীকালে শাসনের সুবিধার্থে ১৮৩৩ সালে XIII নম্বর ধারা অনুযায়ী জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটলো এবং নতুন ভাবে জন্ম হল মানভূম জেলার। পুরুলিয়া, ধানবাদ, ধলভূম সহ বর্তমান বাঁকুড়া, রায়পুর, সুপুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল, ফুলকুশমা, শ্যামসুন্দরপুর প্রভৃতি মহলকে মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ১৯১১ সালে বৃহত্তর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে তৈরি করা হলো নতুন প্রদেশ- পূর্বদিকে আসাম ও পশ্চিমদিকে বিহার ও উড়িষ্যা। অবশিষ্ট

অঞ্চল নিয়ে বাংলা পৃথক প্রদেশের রূপ নিলেও মানভূম চলে যায় বিহারে। ১৯৩৬-৩৭ সালে বিহার ও উড়িষ্যাকে দুটি আলাদা প্রদেশ করা হয়। তার দুই দশক পর নানা ঘাত প্রতিঘাতে অবশেষে তৎকালীন মন্ত্রিসভার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এর প্রতিবেদন, সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন সাপেক্ষে West Bengal and Bihar transfer of territories Act-1956 - প্রণয়ন করে পুরুলিয়া জেলা গঠন করা হল। মানভূম জেলাকে তিন খন্ডে বিভক্ত করে দুই খন্ড বিহারে এবং অবশিষ্ট একখণ্ড নিয়ে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের জেলার স্বীকৃতি পেল। ১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে মানভূমের অবলুপ্তি ঘটলো। শ্রী জে. সি. সেনগুপ্ত (D.C.) নবজাতক পুরুলিয়া জেলার কর্মভার গ্রহণ করেন ২ নভেম্বর ১৯৫৬।

এ তো গেল পুরুলিয়া জন্মের কথা। এছাড়াও এই জেলায় রয়েছে পঞ্চকোটরাজ তথা আঞ্চলিক রাজাদের ইতিহাস, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পুরুলিয়ার সেই পার হয়ে আসা অতীতের বিষয় আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১) ক্ষেত্র, গুপ্ত (সম্পা), 'মধুসূদন রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা- ৯, অক্টোবর ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ১৯৪

২) বিদ্যাবিনোদ, অযোধ্যানাথ (সম্পা), 'রামচরিতম', ক্ল্যাসিক প্রেস, মাঘ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা ৪৪

৩) কবিরাজ, কৃষ্ণদাস প্রণীত, 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৩১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-পূর্ব মানভূম-পুরুলিয়ার কাব্যজগতের স্বরূপ

(SWADHINOTA-PURBO MANBHUM-PURULIAR KABYJOGOTER SWAROP)

পুরুলিয়া বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু এই জেলার সাহিত্য চর্চার ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। মানভূম, জঙ্গলমহল বা তারও অনেক পূর্ব কাল থেকে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ থেকে বলা যায় পুরুলিয়ার প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ হল লাগদা পরগণার ডিমডিহা গ্রামের (ক্ষেমানন্দের) খ্যামানন্দের 'মনসামঙ্গল'-

"রাম দুলালিয়া রে যাদব দুলালিয়া
ওরে আর কতদিন বেড়হাবে গোপাল হামাগুড়ি দিয়া........"।[১]

গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২২৪ বঙ্গাব্দ (১৮১৮ খ্রিঃ) । তবে মূল পুঁথিটির রচনা এর কয়েক বছর পূর্বে আঠারো শতকে। এই পুঁথিটি কাশিপুর থানার লাড়া পাবড়া থেকে আবিষ্কার করেন বাংলা সাহিত্যের জহুরী আচার্য বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ। পুঁথিটি প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গবাসী প্রেস থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় পুরুলিয়ার মামাবাড়িতে থেকে বসন্তরঞ্জন স্কুলে পড়াশোনা করতেন। সেই সময়ে তার হাত ধরে পুরুলিয়ার কিছু পুঁথি সংরক্ষিত হয়েছে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আর কিছু সংরক্ষিত আছে পাটনা মিউজিয়ামে।

তারপর মানভূম ও পুরুলিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অনেক বেশি কাব্য সৃজনের ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ সরকারের 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' (১৮৪৪খ্রিঃ), পুঞ্চার রামদাস বাবাজীর 'কলঙ্ক ভঞ্জন' (১৮৪৮ খ্রিঃ) এবং 'দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ' (১৮৬২খ্রিঃ), চেলিয়ামার দশরথী ঘোষের 'মহীরাবণ পর্ব' (১৮৬১ খ্রিঃ) প্রভৃতি সেই সময় কালের উল্লেখযোগ্য রচনা। তার পরবর্তী সময়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে মাইকেল মধুসূদন একটি মামলার কাজে পুরুলিয়ায় আসেন। সেই সময় দুটি কবিতা লেখেন। পরে আরেক বার আসেন নীলমণি সিংহ দেও-এর আমন্ত্রণে কাশিপুরের রাজবাড়ীর ম্যানেজার হয়ে। মধুকবি এই দুবারের আসা যাওয়ায় সাতটি কবিতা লিখেন পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে যথা – 'পুরুলিয়া', 'কবির ধর্মপুত্র', 'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী', 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত', 'হতাশা পীড়িত হৃদয়ের দুঃখ ধ্বনি' ও 'পরেশনাথ গিরি'। তাঁর ওইসব কবিতা মানভূমের কাব্যজগতকে না ধরে রাখতে পারলেও তৎকালীন সময় ও ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। পুরুলিয়া কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চার প্রাচীনতম পীঠস্থান ছিল কাশীপুর। তাতে অবশ্যই রাজপরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। কাশীপুর রাজপরিবার ও মানভূমের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজাদের সহযোগিতায় সাহিত্যচর্চার প্রসার ঘটেছিল। স্বাধীনতা

পূর্ববর্তী মানভূম-পুরুলিয়ার কাব্যজগৎ মূলত লোককবি ও কবিতার। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা জঙ্গলমহল ও মানভুম আমলের কবিদের কথা আলোচনা করব। অধ্যায়টির রূপরেখা হল নিম্নরূপ-

(ক) কবি পরচিতি

(খ) ধর্ম ও শাস্ত্র নির্ভর কাব্যচর্চা

(গ) লোকায়ত সাহিত্য ও লোক কবিতা (ঝুমুর) চর্চা

তথ্য সূত্র :

(১) ভট্টাচার্য তরুণ দেব, ‘পুরুলিয়া’, প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতার ভুবন

(SWADHINOTA-UTTOR MANBHUM-PURULIAR KOBITAR BHUBON)

অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর বিহার থেকে মানভূমের খণ্ডিত অংশে পুরুলিয়া জেলার গঠন। পুরুলিয়া জন্মের পূর্ব থেকেই কাব্য ও কবিতা চর্চা সমৃদ্ধ। ১৯২৫ সালে 'মুক্তি' পত্রিকার হাত ধরে বাংলা কবিতার প্রকাশ। তবে জেলায় প্রথম কবিতা লেখেন অন্নদাকুমার চক্রবর্তী ওরফে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী। ১৯১২ সালে 'দরবারের দিন' নামক একটি কবিতা রচনা করেন। ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরি 'দরবার ডে' ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। এই দিনই কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। অপরদিকে মানভূম জেলাকে নিয়ে এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মানভূমকে উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের কার্যকারী দিন রূপে ধার্য করা হয় ১ এপ্রিল ১৯১২। সারা দেশ যখন 'দরবার ডে' জন্য পঞ্চম জর্জ ও মেরির আগমনকে কেন্দ্র করে বিপুল সংবর্ধনা আয়োজনে মগ্ন তখন মানভূমের সেই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র (বীর কেশরী) অন্নদাকুমার চক্রবর্তী কবিতা লেখেন দরবার দিনে ---

"যারা তাঁতীর কাটলো আঙ্গুল তাদের দেব জয়
জীবন থাকতে নয়......."।[১]

তবে 'মুক্তি' পত্রিকা (১৯২৫) ও নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তই প্রথম পুরুলিয়াবাসীকে কবিতা প্রকাশের সুযোগ করে দেন । 'মুক্তি' পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'দাসের গান' শীর্ষক গান তথা কবিতাটি–

"দেখিবে যাহারে, বলিবে তাহারে,
কি কর অলস বসিয়া ভাই!
কি সুখে মগন, মুদিয়া নয়ন
আবেশে জীবন যাপিছ ভাই?"[২]

পুরুলিয়ার কবিতার প্রাণপুরুষ হলেন অন্নদাকুমার চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তীকালে অসীমানন্দ সরস্বতী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 'মুক্তি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৯২৬) চারণ কবি

মুকুন্দ দাসের একটি গানের সঙ্গেই অন্নদাকুমারের ‘তরুণের অভিযান’ শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হল-

“ভারতের মুক্তিপথে যাত্রা মোরা করিয়াছি শুরু
অমৃত আনিতে চাই জিনিয়া মরণ
এস তুমি কালঝঞ্ঝা এস বজ্র গর্জি গুরু গুরু
এস মৃত্যু হাসিমুখে করিব বরন....।”[৩]

পরবর্তী সময়ে বেনুদেবী(সরোজবাসিনী হাজরা), বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমর শঙ্কর দত্ত, সুনিল মাহত, সলাবৎ মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার, মিহির লাল সিংদেও, সুবোধ বসুরায়, জ্যোৎস্না কর্মকার, নির্মল হালদার, অশোক কুমার দত্ত, অসিত সিংহ, মুকুল চট্টোপাধ্যায় অশোক ঘোষ, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দত্ত, বিদ্যুৎ প্রামাণিক, দেবাশীষ সরখেল, প্রদীপ সিংহ, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজিবর আনসারী, সুকুমার মন্ডল, বর্তমান সময়ের দয়াময় মহান্তি, সুপ্রিয় দেওঘরিয়া, সৌমজিৎ রজত, অতনু টিকাইত, সৌরভ মহান্তি, কনিস্ক দেওঘরিয়া প্রমুখ কবিদের লেখায় পুরুলিয়া জেলার সাহিত্য শোভা সুশোভিত হচ্ছে।

মাইকেলের এই ‘পাষাণময় দেশ’ পুরুলিয়া সত্যিই উষর ধূসর রুক্ষ কাঁকর মাটিতে ভরা। তবুও এখানের মানুষ খরা-জ্বরা কে উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। পুরুলিয়া নিজের জীবন সংস্কৃতি চেতনায় অনন্যা। আর জীবনের এই জয়গান গেয়ে চলেছেন বিভিন্ন কবি তাদের কাব্য কবিতায়। পুরুলিয়া কবিদের কাছে আরেক ভুবন। যেখানে সে বড় হয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে, জীবন-সংগ্রামের বহু অধ্যায় পার হয়ে এসেছে। পুরুলিয়ার সংস্কৃতি অনার্য ও বঙ্গ সভ্যতার মিশ্র সংস্কৃতি। এখানে দোল, দীপাবলি ও রাসের সঙ্গে মানুষ জীতা, করম ও সারহুল একসঙ্গে পালন করে থাকে। স্বভাবতই কবিদের কবিতায় উঠে আসে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জৈবনিক রূপ। একজন খেটে খাওয়া কৃষিজীবী মানুষের কাছে চাষের ধান যে কি অনুভূতি দিতে পারে তা, মোহিনী বাবুর ‘মাড় ভাতের লড়াই’ কবিতার লাইন দেখলেই বোঝা যায় --

“....সোনার বন্ন ধান ভাইল্যে দেইখল্যে চইখ থিরাই
ডাইকলে রা কাড়ে, মাথা নুয়ায়.....”।[৪]

ক্ষুধার্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চাহিদা শুধু নুন লঙ্কা ভাত। চাষের ধান থেকেই হয় সম্বৎসর ভাতের যোগাড়। আর পেট ভর্তি থাকলেই মানুষের মনে জাগে উৎসব আনন্দের অনুভূতি। কবিরা তো বলেই থাকেন পুরুলিয়া হল নাচ ও গানের দেশ---

“....... পুরুল্যা মাতেছে ছৌ-লাচে।
করম, ভাদু, জাওয়া গান
লাচনী কে সঙ্গে আন্
মহুল্যাই বাতাস গম্‌কিছে”।[৫]
(এই নিয়ে পুরুল্যা) সোমেন মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পুরুলিয়ার কবি ও কবিতার কথা আলোচনা করবো। তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির কথা কীভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে তা, তুলে ধরার চেষ্টা করব।

গবেষণার সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়ের বিষয় টিকে নিম্ন রূপে আলোচনা করব –

(ক) কবি পরিচিতি
(খ) মানভূম-পুরুলিয়ার বাংলা কবিতা
(গ) মানভূম-পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতা
(ঘ) স্বাধীনতার-পরবর্তী মানভূমের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ঝুমুর

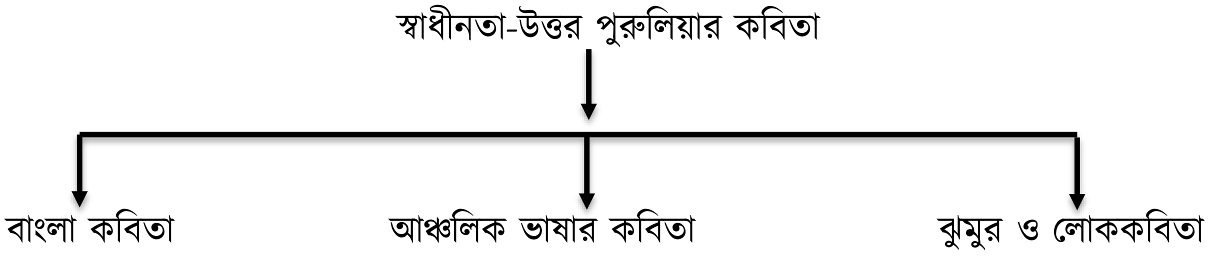

তথ্য সূত্র :

(১) চক্রবর্তী, ব্রজ দুলাল, ‘অসীমানন্দ পুন্যসঙ্গমে’, অসীমানন্দ সাহিত্য একাডেমী, পুরুলিয়া ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬-৭

(২) সেনগুপ্ত, অমিয় কুমার (সম্পা), ‘বিংশ শতাব্দীর মানভূমের কবিতা’, লুব্ধক সাহিত্য প্রকাশন, আগস্ট ২০০১, পৃষ্ঠা ৭-৮

(৩) সেনগুপ্ত অমিয় কুমার (সম্পা), ‘বিংশ শতাব্দীর মানভূমের কবিতা’, লুব্ধক সাহিত্য প্রকাশন, আগস্ট ২০০১, পৃষ্ঠা ৯

(৪) গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন ‘মাড় ভাতের লড়াই’ অমৃতলোক, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৩

(৫) সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার (সম্পা), ‘পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা’, সঞ্চয়ন প্রকাশনী ২০০৬, পৃষ্ঠা ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা

(MANBHUM-PURULIAR POTRO-POTRIKAI SAHITYACHORCHA)

যেকোনো সাহিত্যচর্চায় প্রকাশ ও প্রসারের একটা মাধ্যমের প্রয়োজন। পুরুলিয়ার কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেছে পত্র-পত্রিকা। মানভূমের সময় কাল থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। ২ মার্চ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত পুরুলিয়ার জার্মান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকা অন্যতম প্রাচীন। যে পত্রিকায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের 'পুরুলিয়া' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাখল দাস ভট্টাচার্যের 'কাব্যানন্দ' সাপ্তাহিক পত্রিকার কথা পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পুরুলিয়ার কাব্যজগতে 'মুক্তি' পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। সেই নিরিখে পুরুলিয়ার কাব্য চর্চার কথাই পত্র-পত্রিকাকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যদিও বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকায় কবিতাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তবুও সাহিত্যের অন্য সব ধারাগুলিও সমানভাবে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এখনো পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পত্র-পত্রিকা পুরুলিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকায় এখন কালের গর্ভে সমাহিত। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার নাম না করলেই নয় সেগুলি হল - 'মুক্তি', (১৯২৫)

"মফঃস্বলের পত্রিকা আমি
'মুক্তি' আমার নাম।
ক্ষুদ্র হলেও রুদ্র রোষের
খাঁড়া গেছে অবিরাম........"।[১]

অরুণ চন্দ্র ঘোষ ('মুক্তি' সম্পাদক)

এছাড়াও 'কেতকী' (১৯৬৮) , 'পুরুলিয়া গেজেট', 'শাল পলাশের রং' (১৯৭২), 'উপসংহার' (১৯৭৪) , 'সাহিত্য মন্দির পত্রিকা' (১৯৮২), 'মানভূম সংস্কৃতি' (১৯৯০), 'ছাতিমতলা', 'নাট মন্দির' (১৯৯৫), 'জঙ্গলমহল', 'দুধীলতা' , 'সোনাঝুরি' (২০১৮), "রুখা মাটির সংবাদ" "শঙ্খচিল" "অনৃজু" প্রভৃতি। এছাড়াও অনেক পত্রিকা রয়েছে যাদের তথ্য পাওয়া যায়নি। পুরুলিয়ার একমাত্র নারীদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা "আবর্তিতা" যার সম্পাদক ছিলেন অনুরুপা সেন। এই সব পত্রিকার হাত ধরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পুরুলিয়ার কবিরা উঠে এসেছেন সাহিত্যের জগতে। আমরা এই অধ্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, কবিদের সঙ্গে পত্রপত্রিকাগুলির সম্পর্ক ও পত্রিকার প্রসার ও প্রকাশে কবিদের অবদান আলোচনা করব।

তথ্য সূত্র :

(১) সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার (সম্পা), 'মানভূম-পুরুলিয়ার ছড়া-সাহিত্য', সম্বধিপ্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৮

পঞ্চম অধ্যায়

মানভূম-পুরুলিয়ার ছড়া ও লিমেরিক চর্চা

(MANBHUM-PURULAR CHORA O LIMERICK CHORCHA)

পুরুলিয়ায় কাব্য-কবিতা চর্চার পাশাপাশি শুরু হয়েছিল ছড়া ও লিমেরিক চর্চার ধারা। বাংলা শিশু সাহিত্যে লিমেরিক চর্চা শুরু সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়ায় শিশু সাহিত্যেও শুরু হয় লিমারিকের চর্চা। তবে পুরুলিয়ায় ছড়া ও লিমেরিক চর্চা শুরু কীভাবে তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। মূলত ছয়-সাত এর দশক থেকে লিমারিকের চর্চা শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। পুরুলিয়ার মতো জেলায় শিশু সাহিত্যের চর্চার মানুষ হাতে গোনা কয়েকজন। তাই পত্রিকা খুবই কম, তার মধ্যে 'টুকলু' আর 'সঞ্চিয়তা' অন্যতম প্রধান। ছড়া ও লিমেরিক চর্চার বিস্তারে এই দুটি পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়। এছাড়াও 'পলাশ', 'অন্বেষণ' 'কেকা', 'রুপকথা', 'ঝিল', 'আডুম বাগডুম', প্রভৃতি পত্রিকায় শিশুসাহিত্য ছড়া ও লিমেরিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। জেলার কিছু শিশু সাহিত্যিকদের "ছড়া ও লিমেরিক এর বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন - তরুণ কুমার সরখেল, তরুণ বাউরী, গোপাল কুম্ভকার, সুমিত বেরা, সুভাষ রায়, শান্তি গোপাল পান্ডে, বাপ্পাদিত্য পান্ডে, বিদ্যুৎ মিশ্র, অমিয় কুমার সেনগুপ্ত প্রমূখ সাহিত্যিক লিমেরিক ও ছড়ার চর্চায় নিজেদের নিমগ্ন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কবি অমল ত্রিবেদীর ছড়া ও কবি গোপাল কুম্ভকারের লিমেরিক তুলে ধরা হল-

<u>ছড়া</u>

"কাতলা মাছের পাতলা জামা
ছিঁড়লো সেদিন বঁড়শিতে
আজব এমন কাণ্ড শুনে
দেখতে এলো পড়শিতে...."।[১]

<u>লিমেরিক</u>

"খাসতালুকের ভালুক ছিল তিনকুলেতে একা।
শালুক খেয়ে দিন কাটানোই ভাগ্যে ছিল লেখা।
হঠাৎ সেদিন আঁধার-রাতে
হোলই দেখা ভূতের সাথে—
অমনি দেখি পাল্টালো তার পোড়া কপালরেখা"।[২]

আমাদের এই অধ্যায়ে আমরা পুরুলিয়ার ছড়া ও লিমেরিকারদের উপর আলোকপাত করব। যারা শিশুদের ভালোবেসে শিশুসাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন।

আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়কে আমরা দুটি সহ অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করব-

১. মানভুম-পুরুলিয়ার ছড়া।

২. মানভুম- পুরুলিয়ার লিমেরিক চর্চা।

তথ্য সূত্র :

(১) সেনগুপ্ত অমিয় কুমার (সম্পা), 'পুরুলিয়ার লিমেরিক', লুব্ধক প্রকাশনী, ২০২১ পৃষ্ঠা ১৬-১৯

(২) সরখেল তরুন কুমার (সম্পা), 'পুরুলিয়ার ছড়া', সঞ্চিতা প্রকাশনী, ২০১৩ পৃষ্ঠা ১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দ, শৈলী ও ভাষার বাঁধনে মানভূম-পুরুলিয়ার কবিতা

(SOBDO, SOILEE O VHASAR BANDHONE MANBHUM-PURULIAR KOBITA)

সাহিত্যের বিষয়বস্তু যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, রসরূপ ও রীতি ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিষয় থাকলেও যদি তার উপযুক্ত ভাষা ও শৈলী না থাকে তবে তা কাব্য হয়ে ওঠে না। ভাব, ভাষা আর ছন্দ এই তিনের সমন্বয়ে কাব্য গড়ে ওঠে। এই কথা যথাযথভাবে সত্য। পুরুলিয়ার কবিতায় ভাষা,শব্দ ও শৈলী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার শৈল্পিক সার্থক ব্যবহারে কবিতাগুলি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এই বৈচিত্র্যময় জেলার ভাষা পেয়েছে এক ব্যতিক্রমী নিজস্বতা। অনার্য ভাষাগোষ্ঠী ও আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার সুন্দর মেলবন্ধন মানভূম- পুরুলিয়ার ভাষায়। ১৮৯১ G.A. Grierson ভারতে যে ভাষা সমীক্ষা করেছিলেন সেখানে তিনি বলেছেন, "The Language of the Chotanagpur Plateau is Bihari, While that of the district below the plateau immediately to the east, Manbhum, is Bengali."- (The Linguistic Survey of India) [১]

পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলার ভাষার থেকে পুরুলিয়ার ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। কুড়মালি, ভোজপুরী, মৈথিলি, মগহী, সাঁওতালি ও মুন্ডারীর সঙ্গে বাংলা ভাষা মিশে একটি স্বতন্ত্র বাংলা ভাষার রূপ লাভ করেছে। অপিনিহিতি, স্বরাঘাত, স্বতোঃনাসিক্যিভবন জেলার উপভাষায় পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। কবিতায় ছন্দ-অলঙ্কারের চমৎকারী প্রয়োগ, রসভেদে ঝুমুর ও লোক কবিতার প্রাচুর্য পুরুলিয়ার কাব্যজগৎকে মহিমান্বিত করেছে । আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পুরুলিয়ার কবিতার সেই শব্দ, শৈলী ও ভাষার কথা আলোচনা করব। এই আলোচনার পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ-

- পুরুলিয়ার কবিতায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা ও গ্রামীণ শব্দের প্রয়োগ।
- পুরুলিয়ার কবিতার শৈলী বিচার।
- ঝুমুর ও লোক কবিতার শ্রেণি ও রস বিচার।

তথ্য সূত্র :

(১) ভট্টাচার্য তরুণ দেব, 'পুরুলিয়া', প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ২৭৯

উপসংহার (UPOSONGHAR)

১৯৫৬ সালের পয়লা নভেম্বর(১৫ কার্ত্তিক ১৩৬৩) পুরুলিয়ার জন্ম। কিন্তু এই জেলার গৌরবময় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী পুরনো। জেলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হলেন এই জেলার বিভিন্ন ভূমি-পুত্ররা।ক্ষেমানন্দ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অতনু, সৌরভ, কনিষ্কদের মতো কবি ও কবিয়ালরা। এক ঐতিহাসিক যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে এই জেলার কাব্য জগৎ। মঙ্গলকাব্য, লোকগান, টুসুগীত, ঝুমুর থেকে শুরু করে আধুনিক কবিতা তথা উত্তর আধুনিক কবিতা পর্যন্ত। বর্তমান সময়ে কিনা চর্চা হচ্ছে এই পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার কাব্যজগৎ সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করেও বর্তমান সময়ে বাংলা কবিতার জগতের নিজের স্বতন্ত্র স্বর উদ্ভাসিত করে রাখতে পেরেছে তা এক কথায় অনন্য সাধারণ। পুরুলিয়ার কবিতা স্বাদের ভিন্নতার জন্য অনায়াসে পাঠক মহলের মন কেড়ে নিতে সক্ষম, এখন এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। শেষে আশা রাখি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে অন্যান্য গবেষকদের মতো আমরা নিজের লক্ষ্যকে স্থির রেখে এই গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পারব।

গ্রন্থ পঞ্জিকা (BIBLIOGRAPHY)

আকর গ্রন্থ:

- ভট্টাচার্য, তরুণ দেব, ‘পুরুলিয়া’ প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪
- জানা, দেবপ্রসাদ (সম্পা), ‘অহল্যাভূমি’ তৃতীয় খন্ড, দীপ প্রকাশন , কলকাতা ২০০৪
- সেনগুপ্ত, অমিয় কুমার (সম্পা), ‘বিংশ শতাব্দীর মানভূমের কবিতা’, লুব্ধক সাহিত্য প্রকাশন, আগস্ট ২০০১
- সেনগুপ্ত, অমিয় কুমার (সম্পা), ‘সাম্প্রতিক পুরুলিয়ার নির্বাচিত কবিতা’, লুব্ধক সাহিত্য প্রকাশন, মে ২০২১
- গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন, ‘মাড় ভাতের লড়াই’, অমৃতলোক, ১৯৮৫
- চক্রবর্তী, ব্রজ দুলাল, ‘অসীমানন্দ পুন্যসঙ্গমে’, অসীমানন্দ সাহিত্য একাডেমী, ২০০৩
- হালদার, নির্মল, ‘কবিতা সংগ্রহ’, প্রথম খন্ড, ছোঁয়া প্রকাশনী, ২০১৩
- হালদার, নির্মল, ‘কবিতা সংগ্রহ’, দ্বিতীয় খন্ড, ছোঁয়া প্রকাশনী, ২০১৬
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ, ‘কবিতা সংগ্রহ’, ছোঁয়া প্রকাশনী, নভেম্বর ২০২২
- সিংহ, প্রদীপ ও মন্ডল, শুভাশিস (সম্পা), ‘অসিত সিংহ রচনা সংগ্রহ’, নাট মন্দির প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৬
- সেনগুপ্ত, অমিয় কুমার, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২০১১

সহায়ক গ্রন্থ:

- মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব কুমার, আধুনিক বাংলা কবিতা স্বরূপে রূপে, দেজ পাব্লিসিং, ২০০৫
- সরকার, প্রবীর, রাজানুকূল্য ও পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতি, গাঙচিল, ১৪১৪
- চৌধুরী, কমল (সম্পা), পুরুলিয়ার ইতিহাস, দে’জ পাব্লিশিং,জানুয়ারি ২০১৮

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

- Coupland H, Bengal District Gazetteers Manbhum, 1911

পত্রপত্রিকা:

- রায়, সুভাষ (সম্পা), অনৃজু, ২৪ তম বর্ষ, অক্টোবর ২০০৯
- দাস, রমানাথ (সম্পা), অড় পত্রিকা, লোকগান বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৯
- সেন চৌধুরী, রাজদীপ (সম্পা), কোরাস, পৌষ সংখ্যা ১৪২৭